

## History Study Material

Dumkal College

Semester-6, DSE Course-I

### [History of China from Tradition to Revolution]

#### নজরানা প্রথা ও এই প্রথার বৈশিষ্ট্য

নজরানা বা tribute system ছিল চীনের একটি প্রাচীন রীতি বা প্রথা। নজরানা ছিল চীনের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক এবং চীনা সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের স্বীকৃতি সূচক প্রথা। চীনারা মনে করত চীন হল 'স্বর্গীয় সাম্রাজ্য' এবং চীন সম্রাট 'স্বর্গের সন্তান'। তাই চীন সম্রাট সামন্তপ্রভু, ভূস্বামী, জমিদার ও প্রতিবেশী রাজ্যগুলির কাছ থেকে নজরানা আদায়ের মাধ্যমে আনুগত্য দাবি করতেন। চীন সম্রাটের আনুগত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ তারা চীন সম্রাটকে নজরানা পাঠাতো। পাশ্চাত্য বণিক ও বিদেশি রাষ্ট্রদূতদেরও চীনা রাজদরবারে চৈনিক 'কাউ-তাউ' (Kaw-taw) প্রথা মেনে সম্রাটের নিকট নতজানু হয়ে নজরানা দিতে হতো। চীন সম্রাটের দরবার জমিদার, সামন্তপ্রভু ও প্রতিবেশী রাজ্যগুলির নজরানার পরিমাণ, নজরানা পাঠাবার সময়কাল এবং কোন দেশ কিভাবে নজরানা পাঠাবে সবকিছুই নির্ধারণ করতো। বছরের একটি বিশেষ দিনে নজরানা দিতে হতো। উপটোকন বা উপহার সামগ্রী দেবার এই বিশেষ রীতিকেই 'নজরানা প্রথা' বলা হয়।

নজরানা প্রথার বৈশিষ্ট্যঃ নজরানা প্রথা বিশ্লেষণ করলে এর কতগুলি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। এগুলি হল-

**প্রথমতঃ** চীনারা দাবি করত স্বর্গীয় সাম্রাজ্যের 'স্বর্গপুত্র' চীন সম্রাট পদমর্যাদায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শাসক ও সর্বময় প্রভু। রাজনৈতিক, আর্থিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক মানদণ্ডে তার সমতুল্য কেউ নেই। তাই চীন তার প্রতিবেশী দুর্বল রাষ্ট্রগুলি যথা- কোরিয়া, লিউ-চিউ, আন্নাম (ভিয়েতনাম), শ্যাম (থাইল্যান্ড), লাওস, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতিকে নিয়ে যে 'জাতিসমূহের পরিবার' (family of nations) গড়ে তুলেছিল- চীনারা নিজেকে এর নেতা এবং এবং অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিকে তার অধীনস্থ বলে মনে করত। তাই চীনা সম্রাটের শ্রেষ্ঠত্ব মান্য করতেই এই নজরানা প্রথার উদ্ভব। সেই কারণে এই প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি চীনা সম্রাটের প্রাধান্যের স্বীকৃতি

স্বরূপ চীন সম্রাটকে নানাবিধ উপটোকন নজরানা হিসাবে পাঠাতে বাধ্য থাকতো। এছাড়া পাশ্চাত্যের বিভিন্ন বিদেশি রাষ্ট্রকেও চীনা সম্রাটের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হতো।

**দ্বিতীয়তঃ** প্রাচীন চীনের আদর্শ অনুযায়ী ‘স্বর্গীয় পুত্র’ চীন সম্রাটের ‘স্বর্গীয় সাম্রাজ্য’ চীন হল ‘কেন্দ্রীয় সভ্যতা’ (middle Kingdom)। তাই পৃথিবীর অন্য সব মানুষ হলো বর্বর বা নিচু মর্যাদার। তাই চীন সম্রাট বা চীন নিজেকে অন্য রাষ্ট্রের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন এবং অন্য রাষ্ট্রগুলি তার সমকক্ষ নয় এমন মনে করা হতো। এ কারণে বিদেশী রাষ্ট্রগুলিকে চীনের আনুগত্য স্বীকার করে নজরানা দিতে হতো।

**তৃতীয়তঃ** চীনের নিকট সব বিদেশী রাষ্ট্রই করদ রাষ্ট্র রূপে গণ্য হতো। এমনকি চীন সম্রাটের সঙ্গে যে সমস্ত বিদেশী রাষ্ট্রদূত সাক্ষাৎ করতেন তারাও করদ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসেবে বিবেচিত হতেন এবং নজরানা দিতেন। তবে যেহেতু অন্যসব রাষ্ট্রকে করদরাষ্ট্র ভাবা হতো তাই চীনা সম্রাট বিদেশে কোন রাষ্ট্রদূত পাঠাতেন না।

**চতুর্থতঃ** কোন বিদেশী চীন সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলে তাকে চীন সম্রাটের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ ‘কাউ-তাউ’ প্রথা মেনে নজরানা দিতে হতো। কাউ-তাউ প্রথা হলো চীনের রাজ দরবারে নতজানু হয়ে চীন সম্রাটকে অভিবাদন জানানোর রীতি। এই প্রথা অনুযায়ী চীন সম্রাটের সামনে তিনবার নতজানু হয়ে প্রত্যেকবার নতজানু অবস্থায় নিজের মস্তক ভূমিতে স্পর্শ করে সর্বমোট নয়বার অবনত মস্তকে চীন সম্রাটকে অভিবাদন জানাতে হতো। এই প্রথা ছিল চীন সম্রাটের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক।

**পঞ্চমতঃ** নজরানা পদ্ধতি ছিল অসম ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং কনফুসীয় রীতির অনুসারী। নজরানা পদ্ধতি ছিল সম্রাটের অধীন সামন্তপ্রভু, জমিদার ও প্রতিবেশী রাজ্যগুলির চীন সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ। বিনিময়ে সম্রাটও তাদের মূল্যবান উপহার প্রদানের মাধ্যমে বদান্যতা প্রদর্শন করতেন। তবে সম্রাটের দেওয়া উপহার তার প্রাপ্য নজরানার চেয়ে অনেক কম হতো।

**ষষ্ঠতঃ** নজরানা পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য। তবুও প্রতিবেশী করদ রাজ্যগুলি এই প্রথা মেনে নিয়েছিল। চীনে লাভজনক বাণিজ্যের লোভে পাশ্চাত্য দেশগুলিও কাউ-তাউ প্রথা মেনে নজরানা দিত। তবে বিদেশীদের কাছে কাউ-তাউ প্রথা ছিল খুবই অসম্মানজনক।

এই প্রথা চীনের সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশগুলোর সম্পর্কের অবনতি ঘটায় এবং পরিণামে আফিম-এর যুদ্ধ ঘটে।

-----

Dumkal College